



228612 - আমরা কীভাবে আমাদের হৃদয়ে আল্লাহভীতি বাড়াতে পারি?

প্রশ্ন

আমরা কীভাবে আমাদের হৃদয়ে তাকওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারব? আমি টিভি দেখে ও গাইম খেলে সময় নষ্ট করি। আমার কী করণীয়?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

যে বিষয়গুলো আমাদের অন্তরে আল্লাহভীতি বৃদ্ধি করবে:

আল্লাহর আনুগত্যে সাধনা করা

রোযা রাখায় সচেষ্ট হওয়া ও বেশি বেশি রোযা রাখা।

মুততাকীদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা এবং দ্বীনে নব-উদ্ভাবতি বদআত থেকে দূরে থাকা

আল্লাহর হারামকৃত বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা

আল্লাহর শরয়ী ও জাগতিক নির্দেশসমূহ নিয়ে চিন্তা করা

কল্যাণকামী উপদেশদাতা নেককার লোকদের সাহচর্যে থাকা এবং খারাপ ও বদআতী লোকদের সঙ্গ পরহیز করা

আলমে-উলামা, দুনিয়াবমুখ ও ইবাদতগুজার ঈমানদার নেককার প্রমুখ মুততাকীদের জীবনী পাঠ করা

প্রায় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ ভীতির ফলাফল

- আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার নরিদশে প্রদান করছেন এবং জানিয়েছেন যে তাকওয়া হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও বজায়ের ঠিকানা।

আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে পরপূর্ণভাবে ভয় করো এবং 'মুসলমান' থাকা অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে না।”[সূরা আল-ইমরান: ১০২]

তিনি আরো বলেন:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তার অবাধ্যতা থেকে বঁচে থাকে তাই সফলকাম।”[সূরা নূর: ৫২]

- আল্লাহ আরো জানিয়েছেন যে তিনি মুত্তাকীদের সাথে আছেন:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

“আল্লাহ তো তাদের সাথেই আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করছে এবং যারা সৎকর্মশীল।”[সূরা নাহল: ১২৮]

তিনি জানিয়েছেন যে তিনি তাদের মিত্র। তিনি বলছেন:

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

“আর আল্লাহ মুত্তাকীদের মিত্র।”[সূরা জাসিয়া: ১৯]

- আল্লাহ জানিয়েছেন যে মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে উত্তম পরগতি। তিনি বলেন:

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

“আর শ্রেষ্ঠ পরগতি তো মুত্তাকীদের জন্যই।”[সূরা আ'রাফ: ১২৮]

তিনি জানিয়েছেন যে দুনিয়া-আখিরাতে তাই বজিহী ও সফল। তার বাণী:

وَنَجِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

“আর যারা ঈমান এনছেন এবং (তদানুযায়ী) তাকওয়া অবলম্বন করে চলত আমি তাদেরকে রক্ষা করছিলাম।”[সূরা ফুসসিলাত: ১৮]



তিনি আরও বলেন:

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا

“অতঃপর যারা তাকওয়া অবলম্বন করছেলি আমরা তাদেরকে উদ্ধার করব।”[সূরা মারইয়াম: ৭২]

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

“মুততাকীদরে জন্য রয়েছে এক বরাট সাফল্য (জান্নাত)।”[সূরা নাবা: ৩১]

মুমনিদরে মধ্যকার মুততাকীরাই আল্লাহর মত্ৰি। আল্লাহ বলেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

“জনে রাখো, আল্লাহর প্রয়ি বান্দাদরে কোনে ভয় নহে এবং তারা দুঃখতিও হবো না। যারা ঈমান এনছেলি এবং (তদানুযায়ী) তাকওয়া অবলম্বন করে চলত।”[সূরা ইউনুস: ৬২-৬৩]

এ সংক্রান্ত আয়াত অনেক।

তাকওয়ার পরচিয়

তাকওয়া হচ্ছো আল্লাহ যা আদশে করছেন তা পালন করা এবং তিনি যা নষিধে করছেন তা থেকে বরিত থাকা। দুনিয়া ও আখরিতরে বষিয়ে ভাবনা ও উভয়টির মর্যাদা বোঝা বান্দাকে তাকওয়া অর্জনে সাহায্য করে। এই জ্ঞান মানুষকে আখরিতরে জান্নাতরে নয়ামত লাভ ও জাহান্নামরে আগুন থেকে মুক্তরি জন্য চেষ্টার দকি ধাবতি করে। তাই তো মহান আল্লাহ আমাদরেকে জান্নাত সম্পর্কে জানিয়ে বলছেন: “তা মুততাকীদরে জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।”[সূরা আল-ইমরান: ১৩৩]

আমরা কীভাবে আমাদরে অন্তরে আল্লাহর তাকওয়া বৃদ্ধি করব?

- অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি করে এমন অন্যতম বষিয় হচ্ছো: আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে সাধনা করা। এর বনিমিয়ে আল্লাহ বান্দার হদোয়াত ও তাকওয়া বৃদ্ধি করে দনে। তথা আল্লাহ তাকে যা করার নর্দশে দয়িছেন তাকে তা করতে তিনি সাহায্য করেন। তার জন্য তিনি কল্যাণ ও আনুগত্যরে দরজাগুলো খুলে দনে এবং আগে তার জন্য যা করা সহজ ছিল না সেগুলো তিনি তার জন্য সহজ করে দনে। আল্লাহ তাআলা বলেন: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

“আর যারা সঠিক পথ অনুসরণ করে আল্লাহ তাদরেকে বেশে বিশেষ হিদোয়াত ও তাকওয়া দান করেন।”[সূরা মুহাম্মাদ: ১৭]

- আরও যে বিষয়টি মানুষকে তাকওয়ায় পৌঁছে দেয়: রোগা রাখায় সচেষ্ট হওয়া ও বেশে বিশেষ রোগা রাখা। আল্লাহ তাআলা রোগার মাঝে এমন বিশেষত্ব রেখেছেন যা বান্দাকে আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করে এবং তার কাছে পছন্দনীয় করে তোলে। তাই তাকে আল্লাহ ফরয রোগার ব্যাপারে বলেন: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا** **كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যমেন রোগা ফরয করা হয়েছিল, তমেনি তোমাদের উপরও তা ফরয করা হল; যাতো তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।”[সূরা বাকারা: ১৮৩]

এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগা রাখার উপদশে দেন। এই উপদশের উপর তাগদি প্রদান করেন এবং জানিয়ে দেন যে এর অনুরূপ কিছুই নাই। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি আমলরে নরিদশে দনি।’ তিনি বললেন: “তুমি রোগা রাখবে। কারণ এর মত আর কিছুই নাই।” আমি বললাম: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি আমলরে নরিদশে দনি।’ তিনি বললেন: “তুমি রোগা রাখবে। কারণ এর মত কিছুই নাই।”[হাদীসটি আহমদ (২২১৪৯) ও নাসাঈ (৪/১৬৫) ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

- এর মধ্যে আরও রয়েছে: মৃত্তাকীদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করা; যগুলোর কথা আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবায় উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: **لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ** **وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ** **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ** “পুণ্য এটা নয় যে, তোমরা পূর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে মুখ ফরিবো। বরঞ্চ পুণ্য হচ্ছে (তাদের পুণ্য) যারা ঈমান এনেছে— আল্লাহর প্রতি, পরকালরে প্রতি, ফরেশেতাদের প্রতি, কতিবরে প্রতি ও নবীগণরে প্রতি এবং সম্পদরে প্রতি ভালোবাসা সত্বেও সম্পদ দান করেছে— আত্মীয়-স্বজনকে, এতমি-মসকীনকে, মুসাফরিককে, ভিক্ষুককে ও দাস মুক্তিতে এবং নামায আদায় করেছে ও যাকাত প্রদান করেছে এবং যারা অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার পূরণকারী এবং প্রশংসা করছি তাদের যারা অভাব-অনটনে, রোগ-বমিরে ও তীব্র যুদ্ধকালে ধৈর্যধারণকারী। এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে মৃত্তাকী।”[সূরা বাকারা: ১৭৭]

তনি আরও বলেন:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ **وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝** **أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ جَارِيٍّ مِّن تَحْتِهَا**

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

“তোমরা তোমাদের রবের কৃপা ও সেই জান্নাত লাভের চেষ্টা করো যার বশীলতা আসমান ও যমীনরে মত, যা মুত্তাকীদরে জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সুদনি ও দুর্দনি (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি কৃপাশীল। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসনে। আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফলেলে কথিবা নজিদেরে প্রতি যুলুম করে ফলেলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নজিদেরে পাপের জন্য কৃপা চায়। আল্লাহ ছাড়া পাপ কৃপা করবে কে? এবং তারা জনেশুনে নজিদেরে কৃতকর্মের (গুনার) উপর অব্যাহত থাকে না। তাদের প্রতিদিন হলো— তাদের রবের পক্ষ থেকে কৃপা ও এমনসব জান্নাত যার তলদশে দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চরিকাল বাস করবে। সৎকর্মশীলদের এই প্রতিদিন কতই না উত্তম!” [সূরা আল-ইমরান: ১৩৩-১৩৬]

- এছাড়াও আরো রয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা এবং দ্বীনরে কৃষত্রে নতুন উদ্ভাবন থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“আর এই হচ্ছে আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথই অনুসরণ করো, অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না। করলে সসেব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। তিনি তোমাদেরকে এই আদেশে দিয়েছেন, যাতে তোমরা (বিভিন্নান্তি থেকে) বঁচে থাকতে পারো।” [সূরা আল-আন’আম: ১৫৩]

- এছাড়াও রয়েছে: আল্লাহর হারামকৃত বিষয়াবলি থেকে বরিত থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“এগুলো আল্লাহর সীমারখো। অতএব, এর কাছে যোগো না (এগুলো লঙ্ঘনের চেষ্টা করো না)।” [সূরা বাকারা: ১৮৭]

- এর মধ্যে আরো রয়েছে: আল্লাহর শরঈ ও জাগতিক নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ

“নশিচয়ই রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আসমান ও জমিনে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেগুলোতে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।” [সূরা ইউনুস: ৬]

তিনি আরো বলেন:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

“আর এভাবেই আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযলি করছি এবং তাতে বসিতারতিভাবে সতর্কবাণী ববিত করছি; যাতে করে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে অথবা তা তাদরে জন্য শক্টিগ্রহণরে উপাদান যোগায়।”[সূরা ত্বাহা: ১১৩]

- এর মধ্যতে আরও রয়েছে: বশে বশে আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন তলিওয়াত করা।
- কল্যাণকামী উপদেশদাতা নকেকার লোকদরে সাহচর্যতে থাকা এবং খারাপ ও বদিআতী লোকদরে সঙ্গ পরহির করা।
- আলমে, দুনিয়াবমুখ ও ইবাদতগুজার নকেকার ঈমানদার মুততাকীদরে জীবনী পড়া।

আল্লাহর সাথে সাক্ষাতরে জন্য প্রস্তুত নিয়ো ও অন্তররে তাকওয়া

একজন আকলবান ব্যক্তির উচতি সর্বদা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতরে প্রস্তুত গ্রহণ করা। কারণ সে জানে না কখন তার মৃত্যু চলে আসবে। মৃত্যু চলে এলে যে কাজে তার ঘাটতি ছিল, সটেরি প্রতবিধান করা তার জন্য সম্ভব হবে না। ফলে সে এমন সময়ে এসে আফসোস করবে যখন আফসোস কোনও উপকারে আসবে না।

কয়ামতরে দনি প্রতটি মানুষ জজ্জিঞাসতি হবে: “তার জীবনকে সে কোন কাজে ব্যয় করছে এবং তাঁর যৌবনকে সে কীসে নষ্ট করেছে।”[হাদীসটি তিরমিযী (২৪১৬) বর্ণনা করেন ও শাইখ আলবানী সহহি বলে গণ্য করেন]

সুস্বাস্থ্য ও সময় আল্লাহ তাআলার অন্যতম নয়োমত, যার মর্যাদা বহু মানুষ হারিয়ে ফেলার আগ পর্যন্ত জানতে পারে না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “দুটি নিয়ামাত আছে যে ব্যাপারে অনেকে মানুষ লোকসানে নমিজ্জতি: সুস্বাস্থ্য ও অবসর সময়।”[হাদীসটি বুখারী (৬৪১২) বর্ণনা করেন]

কনো-বচোর ক্ষত্রে লোকসান হওয়ার অর্থ হচ্ছে ক্ষতগ্রিস্ত হওয়া। এখানে লোকসানে নমিজ্জতি হওয়ার অর্থ হচ্ছে তা থেকে উপকৃত না হওয়া। বরং তার সুস্বাস্থ্য ও অবসর সময়কে সে এমন কিছুতে ব্যয় করা যা দুনিয়ায় কথিবা আখরিতে তার কোনও উপকারে আসবে না। এটি একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের ক্ষতরি চয়ে বড় ক্ষতি।

আকলবান ব্যক্তি জানে যে সে এক মহা পরিস্থিতির দকি এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাকে অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুত নিতে হবে।

দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্যে প্রতটি কষ্ট-ক্লান্তি আখরিতে শান্তির বিষয় হবে। তাই কোনও এক সালাফ আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে নজিকে খুবই কষ্ট দতিনে। লোকরো তাকে কিছুক্ষণরে জন্য হলেও আরাম করতে বললে তিনি বলতেন: ‘আমি তে নজিরে আরামই চাই।’[আল-ফাওয়াইদ (পৃ. ৪২) থেকে সমাপ্ত]



দুনিয়ায় আল্লাহর অবাধ্যতার প্রতটি আরাম ও সুখের পরণিত হিবে অনুশোচনা ও শাস্তি, যদি কয়িমতরে দিনি আল্লাহ এই অবাধ্যতায় লপ্তি ব্যক্তিকে ক্ষমা না করনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।